দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 16 JUN 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

২৫

যশোর বোর্ডের এসএসসি'র ফল ভুলে ভরা

৫ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর গ্রেড পরিবর্তন হচ্ছে

যশোর ব্যুরো : যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সদ্য প্রকাশিত ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল ভুলে ভরা। শিক্ষা বোর্ডের ইতিহাসে এবারের মতো বড় ধরনের ভুল ইতিপূর্বে হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ দাবী করেছেন, এটি বোর্ডের কোন ভুল নয়। কম্পিউটার সেন্টারের পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে ফলাফল প্রকাশের পর মারাত্মক ভুলের ঘটনা ধরা পড়েছে। তবে ওই ভুলে কোনো পরীক্ষার্থীর ক্ষতি হয়নি। যাদের ফলাফলে ভুল হয়েছে তাদের সবাই প্রকাশিত ফলাফলের গ্রেড পরিবর্তন হয়ে আপগ্রেড হচ্ছে। সূত্র জানায়, সংশোধিত ফলাফলে ৩১ জন পরীক্ষার্থীর এ থেকে এ প্লাস, ২ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর এ মাইনাস থেকে এ, দেড় সহস্রাধিক বি থেকে এ মাইনাস ও আরো প্রায় দেড় হাজার বিভিন্ন গ্রেড থেকে আপগ্রেড হচ্ছে। ভুল সংশোধনের কাজ চলছে। অচিরেই সংশোধিত ফলাফল (৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

৫ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকাশিত হবে। নামার যোগের ত্রুটিতে গ্রেড পরিবর্তন ছাড়াও বহু পরীক্ষার্থীর নাম ও পিতার নামসহ বিভিন্ন ভুল ধরা পড়েছে। ফলাফল প্রকাশের পর ভুল শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়েই মারাত্মক ভুল ধরা পড়ে। গতকাল যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আমিরুল আলম খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভুল ফলাফল প্রকাশের কথা স্বীকার করে বলেন, এতে ভয়ের কারণ নেই। কোনো পরীক্ষার্থীর ক্ষতি হবে না। সবারই আপগ্রেড হচ্ছে। আর জন্য যেসব ভুল হয়েছে তা বোর্ড স্বউদ্যোগে সংশোধন করবে যাতে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক কিংবা শিক্ষকদের কোনো সমস্যা ও হয়রানির শিকার হতে না হয়। তবে এক গ্রেডপ্রাপ্তদের ফলাফল পরিবর্তন হচ্ছে না। কেন এতবড় ভুল হল এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কম্পিউটার সেন্টারের পদ্ধতিগত ত্রুটি ও প্রোগ্রামারের ভুল।

বোর্ড সূত্র জানায়, জিপিএ-৫ এর ক্ষেত্রে কোনো ভুল ধরা পড়েনি। তবে সেটিও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা আরো বেশ কয়েকজন বেড়ে যাবে। সূত্র জানায়, বেশীরভাগই জিপিএ-২ থেকে জিপিএ-৪ পর্যন্ত ভুলটা হয়েছে। ভুল সংশোধনের পর যশোর শিক্ষা বোর্ডের উল্লেখিত গ্রেডপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়ে যাবে। একটি সূত্র জানায়, যশোরের ঝাঞ্জরা এলাকার পারভেজ নামের এক পরীক্ষার্থীর ফলাফলে দেখা গেছে, জিপিএ ৩ দশমিক ৮৮, কিন্তু সে বাংলায় এ গ্রেড, ইংরেজীতে এ মাইনাস, গণিতে বি গ্রেড, সমাজ বিজ্ঞানে এ প্লাস, ধর্মে এ মাইনাস, পদার্থ বিজ্ঞানে এ মাইনাস, রসায়নে এ, জীববিজ্ঞানে এ এবং কৃষি শিক্ষায় এ প্লাস পেয়েছে। তার গড় জিপিএ পাওয়ার কথা (চতুর্থ বিষয়ের ২ পয়েন্ট বাদে) ৪ দশমিক ০৬। এ রকম হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফলে ভুল হয়েছে। যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর যশোর ও খুলনাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১০ জেলার বিভিন্ন ভুল থেকে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা শিক্ষা বোর্ডে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাদের আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানান যে, ফলাফলে গরমিল থাকতে পারে। বোর্ড কর্মকর্তারা প্রথমে বিষয়টি আমলে নেননি। পরে অভিযোগকারীর সংখ্যা রাতারাতি হাজার হাজার হওয়ায় তাদের টনক নড়ে। সাধারণত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর কয়েকদিন বোর্ড কর্মকর্তারা 'রিলাক্স মুডে' থাকেন। এবার তার উল্টোটা ঘটেছে। উল্লেখ্য, গত ১২ জুন দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের সাথে যশোর বোর্ডের ফলাফল